R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে মাঘ বুধবার, ১৩৯৩ সাল। ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲ সডাক

হাসপাতাল এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, প্রশাসনে ক্লীব জমানা

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় শহরে দু'নম্বরী ব্যবসার রমরমা বেশ পুরোনো খবর। হাটে প্রান্তরে সিনেমা হাউসে কুতুবপুর মার্কা পোষাকের ছড়াছড়ি। গরু পারাপার সেও এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। বিদেশী বহু মাল এমনকি সোনার বিস্কুটের কারবারও এই শহরের সাধারণ থেকে অনেক প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক বর্ত্তমানে করছেন বলে খবর। তারসঙ্গে এখন জমে উঠেছে আর একটি নতুন লাভজনক আমদানী। যার চলতি নাম "চুল্লু"। এটি এক জাতীয় তরল মাদক। এই মদের ব্যবসায় জড়িয়ে রয়েছে বেশ কিছু শিক্ষিত, অশিক্ষিত বেকার যুবক ও অল্প বয়সী মেয়েরা। রঘুনাথগঞ্জ শহরে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠা চায়ের দোকান ও হোটেলগুলিই এর প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র। এসব খবর প্রশাসন জানে এবং এইসব আড্ডায় পুলিশের লোককেও দেখা যায় বলে জনৈক শহরবাসী মন্তব্য করেন। বর্ত্তমানে ফুলতলা থেকে হাসপাতালের গেট পর্যন্ত চায়ের দোকানগুলি এবং কিছু কিছু পৌরসভার বেদখলি-কৃত চপের মধ্যে প্রকাশ্যে 'চুল্লুর' ব্যবসা চলছে। হাসপাতালের ২ ও ৩নং গেটের সামনে গড়ে উঠা দোকানগুলির রমরমা এ ঘটনার সত্যতাকে স্পষ্ট করে। (৫ম পৃষ্ঠায়)

গরীব মানুষেরা আইনের সাহায্য থেকে বঞ্চিত

ধুলিয়ান : গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষেরা যাতে মামলা চালাতে গিয়ে নিঃস্ব না হয়ে পড়ে এই উদ্দেশ্যে বামফ্রন্ট সরকার গরীবদের জন্য আইনের সাহায্য কর্মসূচী চালু করেন। শহরাঞ্চলে যে সব পরিবারের আয় বছরে সাত হাজার এবং গ্রামাঞ্চলে পাঁচ হাজার টাকার নীচে তাঁদের এই কর্মসূচীর আওতায় আনার কথা। সমসেরগঞ্জ ও ফরাক্কা ব্লকের মাধ্যমে যে সমস্ত আবেদনপত্র গিয়েছে তা' মহকুমা শাসকের দপ্তরে ফাইল বন্দী হয়ে বেশ কয়েক মাস ধরে পড়ে আছে বলে নির্ভরযোগ্য খবরে প্রকাশ। অভিযোগ—অধিকাংশ ক্ষেত্রে মতলববাজ দালালরা বেশী সুযোগ পাচ্ছে। সরকার গরীবদের আইনের সাহায্য দানের নামে লক্ষ লক্ষ টাকার শ্রাদ্ধ করছেন অথচ গরীব মানুষ সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আরো অভিযোগ—লিগ্যাল এড ট্রেনিং এর নামে হাজার হাজার টাকা অযথা অপচয় করা হচ্ছে।

কবি বিষ্ণু সরস্বতীর জন্মদিন কি বিস্মৃতিতে হারিয়ে গেল ?

সরস্বতীর বরপুত্র জঙ্গিপুরের সুসন্তান কবি বিষ্ণু সরস্বতীর জন্মদিন গত শ্রীপঞ্চমীর দিন নীরবে অতিবাহিত হয়ে গেল। আগে শ্রীপঞ্চমীর দিন নবদ্বীপের সারস্বত সমাজ বাংলার এই পুরোধা বৈষ্ণব কবির জন্মদিন মহা আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করতেন। কলকাতাতেই কবির গুণমুগ্ধ বিদগ্ধ সমাবেশে দিনটি উৎসবের মধ্যে উদ্‌যাপিত হত। কবির জন্মভূমিতে কিন্তু সারস্বত সমাজ নীরব। কবি বিষ্ণু সরস্বতী বৈষ্ণব সাহিত্যের অমৃত রসধারা নতুন-ভাবে এ যুগের বাঙ্গালীকে আস্বাদন করিয়েছেন। তাঁর 'লীলাসঙ্গী', 'পুনর্ণবা', 'বিরহি-মাধব', 'নবসূর্য', 'রক্তকমল' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রসিক সমালোচক ও পাঠকদের সকৃতজ্ঞ প্রশংসায় ভূষিত হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এই ভক্ত কবির সাহিত্য (৫ম পৃষ্ঠায়)

প্রশাসনিক ঔদাসীন্যে সরকারী টাকার শ্রাদ্ধ

রঘুনাথগঞ্জ : ঘটনার বহিঃপ্রকাশে জানা যায় কিভাবে সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থ পূরণের তাগিদে সরকারী তহবিলে লোকসান বাড়ছে। স্থানীয় মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে বড় একটি পুষ্করিণী রয়েছে। পুষ্করিণীটি বহুকাল থেকে মাছ চাষের জন্য লিজ দেওয়া হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে জানা যায়, কয়েকজন কর্মচারী যোগসাজসে ঐ পুষ্করিণীটি নামমাত্র মূল্যে বেনামীতে লিজ নিয়ে মাছ চাষ করছেন। স্থানীয় মৎস্যজীবীদের অভিযোগ, ঐ পুকুর সঠিক ভাবে নীলামে ডাক হলে বাৎসরিক পনের বিশ হাজার টাকার ডাক উঠতে পারে। কিন্তু ঐ কর্মচারীরা (৫ম পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর লালগোলা সড়কে মরণ ফাঁদ

জঙ্গিপুর : জঙ্গিপুর-লালগোলা সড়ক পথে কৃষ্ণগাইল গ্রামের ১টি সাঁকো '৭৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর থেকে একই অবস্থায় রয়েছে। বন্যায় সাঁকোটির দু'পাশের রেলিং ধ্বসে পড়ে ; তা আজও সংস্কার করা হয়নি। পথটিও সংকীর্ণ হয়ে রয়েছে। তার উপর দিয়েই দৈনন্দিন চলাচল করছে যাত্রীবোঝাই বাস, ঘোড়া-গাড়ী, রিক্সা সবকিছুই। যাত্রী ও ঐ অঞ্চলের মানুষের অভিযোগ, ঐ পথে যে কোন সময়েই বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবার আশঙ্কা রয়েছে। আরও অভিযোগ, দীর্ঘ ন' বছরে এই সাঁকোর কোন সংস্কার না হওয়াই সকলেই ক্ষুব্ধ ও আতংকগ্রস্ত। তাঁদের দাবী অনতি-বিলম্বে রাজ্য পূর্ত্তদপ্তর এ মরণ ফাঁদ বন্ধ করুন।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০ টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে মাঘ বুধবার, ১৩৯৩ সাল

নির্বাচন গৌরচন্দ্রিকা

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচন সম্ভবতঃ আগামী মার্চ মাসের ২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হইবে। সরকারী-পর্যায়ের ঘোষণা শীঘ্রই মিলিবে। আর তৎসঙ্গে প্রস্তুতির ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হইবে।

গণতান্ত্রিক এই দেশের গণতান্ত্রিক সাধনায় বহু সাধক আপন আপন মত ও পথের দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া নিজের নিজের সাধনলব্ধ ফল প্রদর্শন করিবেন। তাঁহাদের সাধনার আসন 'পঞ্চমুণ্ডী', অন্ততঃ এই মহকুমায়। অন্যত্র ইহার তারতম্য হইতে পারে। তবে সিদ্ধাসন লাভের জন্য সাধক-দিগের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ ভক্তসাধারণকে স্ব স্ব প্রভুর বা গুরুর আসন-ক্ষেত্রে টানিবার জন্য নানাভাবে তৎপর হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং স্বীয় গুরুর সাধনমাহাত্ম্য এবং সাধনপথের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপনের জন্য বাগ্‌বিভূতি অবশ্যই শ্রুতিগম্য হইবে এবং সেই সব বাগ্‌মন্ত্রে মুগ্ধ ভক্তকুল এক এক আখড়ায় জুটিবেন এবং 'স্বীয় গুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ' মন্ত্রোচ্চারণে গুরুকৃপালাভে আগ্রহী রহিবেন। ভোটপত্র এই পূজার উপচার।

সুতরাং সাধনার আসন ঘোষিত হইলেই সাধনসমর আরম্ভ হইবে। দেওয়াল-লিখন, জনসভা, মিছিল, পোস্টার প্রভৃতি এই সমরের অঙ্গ। আসনপ্রাপ্তির দিন যতই অগ্রবর্তী হইবে, ততই সমরের তীব্রতা তুঙ্গে উঠিবে। সাধকদেরও তন্ত্রমত বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। কেহ বীরাচারী, কেহ পশ্বাচারী, কেহ কৌলাচারী ইত্যাদি। সুতরাং ভক্ত-দেরও ঐরূপ ভাবাচারী হইতে হইবে সন্দেহ নাই, নহিলে তন্ত্রসিদ্ধ বাবার প্রসাদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

তবে গণতান্ত্রিক সাধনার একটা সুবিধা আছে। ইহাতে যে কোনও পথের সাধক সিদ্ধকাম হইলে প্রয়োজনবিধায় মত পথের পরিবর্তন করিতে পারেন, কখনও কখনও করেনও, কিন্তু তান্ত্রিক সাধক যে আচারী হন, আচার ত্যাগ করিলেই কিন্তু অনাচারী হইয়া পড়েন। অতএব 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া'—জনগণের মায়া তথা আসনের মায়া 'দুরত্যয়া' বৈকি।

পুজোর একাল সেকাল

অনুপ ঘোষাল

সরস্বতী পুজোর দিন সকাল থেকেই কেন জানি না ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছিল। পুজোর চেহারা কি বদলে গেছে, যাচ্ছে দিন দিন? সবই তো ঠিকঠাক আছে—মূর্তি, পুরোহিত, ফুলচন্দন, ভোগ-আরতি, প্যাণ্ডেল, আলোকসজ্জা। তবু কোথায় যেন একটু বেসুর, নাকি বদল ঘটেছে সুরের?

পাপপুণ্যের ধ্যানধারণা হয়ত বদলেছে, বদলাচ্ছে; কিন্তু মানুষের উৎসাহের তো কমতি নেই কিছু। ভক্তি যত কমছে ততই বাড়ছে পুজো, জাঁকজমক। দেবদেবী আর আরাধনা—প্রার্থনার জন্য নয়, আমাদের উপলক্ষ্য। চাঁদার যেমন বহর, আমোদের ততই রমরমা। বলিষ্ঠ যুবকদল বিল ফেলে দিচ্ছে সামনে দাতার সাধ্যের তোয়াক্কা না করেই। চোখ চড়কগাছ করে মিন মিন করে বলছি, 'দশটা টাকা নাও ভাই, আরো অনেকে তো ..' খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে ভায়েরা আওড়ায়, 'সে কি ময়, দশ টাকা তো গতবার দিসলেন! এবার একুশই লাগবে।' শুধোলাম, 'সামনের বছর?' জবাব এল, 'বাজার ফাজার করেন না, নাকি! দেখছেন তো—খরচা ডবল হয়ে যাচ্ছে ফি বছর। বেকার হয়ে আমরা কি পুজোয় সাবসিডি দেব নাকি?' অকাট্য যুক্তি।

রূপ বদল হয়েছে প্রতিমারও। হেমামালিনী কাট, শ্রীদেবী কাট। আগে ছিল মাটি, বদল ঘটছে সেখানেও। মোম, কাগজ, কাঁচ, মাদুর, নারকোল ছোবড়া এমন কি দেশলাই কাঠিরও মূর্তি। এবার বাকি চালকুমড়োর প্রতিমা কিংবা মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জনা নির্মিত মা জননী। পরিশেষে বায়ুর মূর্তি দিয়ে যবনিকা। আগের ঝলকানি পেরিয়ে জাঁকালো প্যাণ্ডেলে ফুল-পাতা ছড়ানো দেবীর আসনে দেখব ভ্যানিশ মূর্তি। উদ্যোক্তারা মাইকে ঘোষণা করবেন, 'এবার হাওয়ার প্রতিমা, অন্তরদৃষ্টিতে দর্শন করুন।'

আমাদের শৈশবে তো এত জাঁক ছিল না। নিচু ক্লাশের ছাত্র যখন—সরস্বতী পুজোর আগে কী তুমুল উত্তেজনা, শিহরণ! এ বাগান ও বাড়ি থেকে ফুল সংগ্রহ করছি, পুজোর আগের দিন স্কুলে রাত দশটা পর্যন্ত রঙিন কাগজ কাটছি, মটরশুঁটি ছাড়াচ্ছি। সামান্য প্রসাদী মেনু—বনস্পতির লুচি, বাঁধাকপির ঘণ্ট, টমেটর চাটনি এবং একটি দরবেশ। বাড়িতে ডালডার প্রবেশ নিষেধ, বাঁধাকপিতে অরুচি, টমেট ছুঁই না। অথচ সকাল থেকে উপবাসের পর শালপাতা পেতে সেই খাওয়া যেন অমৃত।

আর অঞ্জলি দেবার সময় যখন ফুল-বেলপাতা-যবের শীষ হাতে নিয়ে সমস্বরে '...বেদবেদান্ত বেদাঙ্গ ..' উচ্চারণ করতাম বুকের ভেতরটা কেমন শিরশির করত। অন্তরের প্রার্থনা উচ্চারিত হত—'মা, লেখা-পড়ায় মতি আন, সদ্‌বুদ্ধি দাও, সবার শুভ হোক।' এখনও তো অঞ্জলি দিই নিয়ম-মাফিক, বুকের ভেতরটা তো তেমন করে না। এখন তারস্বরে মাইকে বাজে—'জিলে লে জিলে লে...' তার মধ্যে পেশাদারী পুরোহিতের ভুল উচ্চারণে চলে মন্ত্রপাঠ। সব দেখেশুনে বুকের সেই শিরশিরে সুখের বদলে কোথায় যেন একটু চিনচিনে ব্যথা!

দেবের চে দেবীর ওপরই ভক্তি বেশী। নারায়ণ, শিবের বারোয়ারি পুজোর তেমন চল নেই। বদলে দুর্গা, মাকালী, সরস্বতী এবং ইদানীং সন্তোষীমা। দেবতারা বিশেষ পাত্তা পাচ্ছেন না। শিল্পাঞ্চলের কলকার-খানায় যদিও বিশ্বকর্মার কিঞ্চিৎ কলকে মেলে, তাও যখন বিসর্জনের সময় রক্তচক্ষু যুবকদল, 'ব্যালা ব্যালা—বিস্‌সকম্মা মাই কি' বলে হাঁক দেয় তখন দেবতাজীর 'ছেড়ে দে কেঁদে বাঁচি'র অবস্থা।

সব মিলে পঁচিশ তিরিশ বছর আগের পুজোর সঙ্গে যেন কোথায় বেজায় গরমিল! আবাহনে, পূজায়, বিসর্জনে। বিজয়ার এই উদ্দাম নৃত্য কি আমাদের শৈশবে দেখেছি কোনদিন? বিসর্জন তো বিচ্ছেদের অনুষ্ঠান, ভারাক্রান্ত হৃদয়ের অনুভূতি। মা চলে যাচ্ছেন এক বছরের জন্য। বেদনার ম্লান সুরে বাঁধা থাকত শৈশবে বিজয়ার দিনগুলো। বিদায়-আচারের সময় সধবাদের চোখ চকচক করত, আমরা বিড়বিড় করতাম —মা, আবার এসো। আর আজ ঘোর ধরা চোখে ব্যাণ্ডে হিন্দি ফিল্মের উদ্দাম সুরের তালে যুবকরা কোমর দুলিয়ে গঙ্গার ঘাটে যাচ্ছেন। আমাদের সংস্কৃতির গঙ্গাযাত্রা। সেই শৈশবের সবুজ মনটা ভিক্ষে করে আর একবার বড় বলতে ইচ্ছে করছে, 'আমাদের চোখ দুটো খুলে দাও মা!'

জঙ্গিপুর কলেজে ছাত্র-পরিষদ জয়ী

জঙ্গিপুর : স্থানীয় কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচন প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে শেষ হলো। মোট ১০২টি আসনের মধ্যে ছাত্র পরিষদ পায় ৫৭টি, এস, এফ, আই ৪৪টি ও ডি, এস, ও ১টি আসন। সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়ে ছাত্র পরিষদ সংসদ গঠন করে। ছাত্র পরিষদের বিকাশ নন্দ জি, এস, ইউসুফ হোসেন এ, জি, এস এবং ডালিম মির্জা ভি, পি নির্বাচিত হন।

যুব কংগ্রেস সম্মেলন

অরঙ্গাবাদ : গত ২৫ জানুয়ারী স্থানীয় ডি এন কলেজে সুতী ব্লক ২ এর যুব কংগ্রেস সম্মেলনের উদ্বোধন করেন যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মান্নান হোসেন। প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় এম এল এ হুমায়ুন রেজা। প্রদেশ যুব কংগ্রেস সম্পাদিকা কৃষ্ণা পাল, জেলা যুব কংগ্রেস সম্পাদক মহফুজুল আলম, জেলা গ্রামীণ শ্রমিক কংগ্রেস সম্পাদক মহসীন আলী, জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক বেলাল হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

শাখা অফিসের উদ্বোধন

ফরাক্কা : গত ১ ফেব্রুয়ারী এন টি পি সির নবারুণ পয়েন্টে ফেভারিট স্মল ইনভেষ্টমেন্টের শাখা অফিসের উদ্বোধন হয়। নূতন অফিসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন পরিচালন সংস্থার অন্যতম সদস্য প্রবীর পাল। শ্রীপাল তাঁর ভাষণে বলেন, পঃ বঃ সরকারের ব্যানিং অ্যাক্টের পাল্লায় এই প্রতিষ্ঠান প্রায় বন্ধ হতে চলেছিল। কিন্তু আমাদের ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও সততার ফলে সেই বাধা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। সার্টিফিকেট হোল্ডারদের যে কোন সময় টাকা ফেরৎ দেবার জন্য আমরা যথোপযুক্ত পরিমাণ টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি। বেকার যুবকদের বেকারত্ব দূর করতে সচেষ্ট হয়েছি। জনসাধারণের কাছে ব্যাঙ্কের চেয়েও সুবিধাজনক সর্তে টাকা জমা রাখার প্রতিশ্রুতি পালন করে চলেছি। তাঁর ভাষণ উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

সেচের কাজে নলকূপে বিদ্যুতের জন্য আজই আবেদন করুন

চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই আরো সতেরো হাজার পাম্প সেটে বিদ্যুৎ সংযোগ দেবার জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে সেচের কাজে অগভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ দেবার জন্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কৃষিজীবিদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য পর্ষদের গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই এবং সংশ্লিষ্ট এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার (কনষ্ট্রাকশন) অফিস থেকে প্রয়োজনীয় আবেদন পত্র দেওয়া হচ্ছে।

কৃষিজীবিদের মধ্যে যাঁরা এখনো নলকূপে বিদ্যুৎ নেবার জন্য আবেদন করেননি তাঁদের অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট পর্ষদ অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ নেবার প্রাথমিক খরচ মাত্র এক হাজার টাকা।

সেচের কাজে ডিজেল চালিত পাম্পের চাইতে বিদ্যুৎ চালিত পাম্প সেট চালানোর খরচ ঘণ্টা প্রতি সাড়ে তিন টাকা কম এবং নলকূপ চালানোর জন্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এখন উপযুক্ত ভোল্টে অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। রাত্রিবেলায় বিদ্যুৎ-এর চাহিদা কমে যায় তাই রাত্রি দশটার পর কৃষিক্ষেত্রে অনায়াসে বিদ্যুৎ চালিত পাম্প সেট চালু রাখতে পারেন। বিদ্যুৎ চালিত পাম্প সেট চালিয়ে আরো লাভ, আরো বেশী ফসল তুলুন।

আর দেরী না করে আজই নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করুন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ,
পশ্চিমবাংলার জীবনের অংশীদার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদের বাৎসরিক (১৯৮৭-৮৮) জলকর, ফলকর, তাল ও খেজুরগাছ, পুকুর, জমি ইত্যাদি নিম্নলিখিত স্থান তারিখ এবং সময়ে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে অস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

১। বহরমপুর মহকুমা :
ক) নিলাম স্থান—জিলা পরিষদ অফিস, বহরমপুর
তারিখ—২৫।২।৮৭ বুধবার বেলা ১২ ঘটিকা।
খ) নিলাম স্থান—জিলা পরিষদ অফিস, বহরমপুর
(কলাডাঙ্গা জিলা পরিষদ ডাকবাংলোর পরিবর্ত্তে)
তারিখ—২৬-২-৮৭ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ ঘটিকা
গ) নিলাম স্থান—বেলডাঙ্গা জিলা পরিষদ ডাকবাংলো
তারিখ—২৭-২-৮৭ শুক্রবার বেলা ১ ঘটিকা

২। কান্দী মহকুমা :
ক) নিলাম স্থান—কান্দী জিলা পরিষদ ডাকবাংলো
তারিখ—৪-৩-৮৭ বুধবার বেলা ১ ঘটিকা

৩। লালবাগ মহকুমা :
ক) নিলাম স্থান—জিয়াগঞ্জ জিলা পরিষদ ডাকবাংলো
তারিখ—৫-৩-৮৭ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ ঘটিকা

৪। জঙ্গীপুর মহকুমা :
ক) নিলাম স্থান—রঘুনাথগঞ্জ জিলা পরিষদ ডাকবাংলো
তারিখ—৬-৩-৮৭ শুক্রবার বেলা ১ ঘটিকা

জেলা বাস্তুকার
মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ

Memo No. 1052(6) E.N/E Date 10. 2. 87

National Thermal Power Corporation Ltd.

NTPC

(A Government of India Enterprise)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O . Nabarun–742236 Dist. MURSHIDABAD : WEST BENGAL

GRAM : THERMPOWER

FARAKKA

Ref. No. FS : 42 : O & M (Contracts) : MTP : 315/ Date :

Sealed Tenders are invited from experienced & resourceful Contractors for the following work. Tender documents can be obtained in person showing the Registration and Credentials from the office of undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of Tender documents for the work. Tenderer desiring documents by post should send Rs. 20/- only extra for the work, either by I. P. O. payable at post office, Khejuriaghat OR Demand Draft in favour of NTPC Ltd., payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof registration and credentials.

Tender documents will be on sale from 9-2-87 to 19-2-87 from 9-00 hrs. to 12-00 hrs. & 14-30 hrs. to 16-00 hrs. Tenders will be opened on the mentioned following days, in presence of tenderers or their authorised representatives at 14-00 hrs.

Sl. No.	Name of work	Approx. value of work (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Cost of Tender paper	Date of opening	Duration
1.	Rate contract for Bowl mill maintenance.	Rs. 4,00,000	Rs. 8000/-	Rs. 100	21-2-87	one year

Terms & Conditions :

i) Proof of Registration, Tax Clearance Certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted along with the Tender.

ii) Tenders received late and/OR without earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest money against any running bill is not acceptable and Earnest money to be submitted in any of the "Acceptable Form" as mentioned in Tender Papers. Tenderers Registered with any other project of NTPC are not exempted from depositing EMD.

iii) NTPC takes no responsibility for delay OR non-receipt of Tender documents sent by post.

iv) NTPC does not bind it self to accept the lowest offer OR any offer and reserves the right to cancel any OR all offers without assigning any reason.

v) The G. C. C. shall also be binding besides the special conditions which can be seen in the office of the undersigned.

vi) Tender paper will be issued to those parties only, who are experienced in similar type mill maintenance.

Manager (O & M/MTP)

NTPC/FSTPP

২৩, ২৬ ও ৩০ জানুয়ারী স্মরণে

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৬ জানুয়ারী জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিস প্রাঙ্গণে ৩৮তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত হয়। পুলিশ ও হোমগার্ড বাহিনীর কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন মহকুমা শাসক শ্রীমতী বিনচেন টেম্পো। অনুষ্ঠানে স্থানীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা, অগ্নিফোর্স এ্যাঃ ক্লাব, সেবাশিবির ক্লাব, বন্ধু সমিতি, কিশোর বাহিনী ক্লাব, জঙ্গিপুর ব্যারেজ ষ্টাফ রিক্রিয়েশন সেণ্টার, মির্জাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব ড্রিল, যোগাসন ইত্যাদি প্রদর্শন করেন।

গত ৩০ জানুয়ারী সকাল ৮টায় জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে মহকুমা শাসকের অফিসে সর্বধর্মীয় প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। গান্ধীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন মহকুমা শাসক শ্রীমতী বিনচেন টেম্পো।

সাগরদীঘি : স্থানীয় ব্লকের বালিয়া গ্রামে নেতাজী সংঘের পরিচালনায় ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারী চারদিন ব্যাপী নেতাজীর জন্মদিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবস বিপুল উদ্দীপনার সাথে উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করা হয়। ২৬ জানুয়ারী উপলক্ষ্যে দৌড়, বসে আঁক, ভলিবল ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাব প্রাঙ্গণে হস্তশিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী দর্শকদের আকৃষ্ট করে।

প্রশাসনে ক্লীব জমানা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাসপাতালের কিছু কর্মীর মদত পেয়ে এরা বেপরোয়াভাবে এই ব্যবসা চালাচ্ছে। গেটের ভিতরে নার্সিং ষ্টাফ হোষ্টেলে যে ৪৭ জন নার্স থাকেন তাঁদের নিরাপত্তাও এই পরিস্থিতিতে বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জানা যায়। অন্য দিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অবহেলার ফলশ্রুতিতে হাসপাতাল চত্বরের অনেক পোলে আলো জ্বলে না। নাইট ডিউটিতে যেতে সে কারণেই নার্সরা ভয় পাচ্ছেন। কিছুদিন আগে স্ফূর্তির চোটে কয়েকজন মাতাল নাকি নার্সিং হোষ্টেলের ভিতর ফটকা ছুঁড়ে মারে। হোষ্টেলে কোন পাহারার ব্যবস্থা নাই। এ ব্যাপারে এস, ডি, ও, কে জানিয়ে নার্সরা কোন সুরাহা করতে পারেননি। তাঁদের অভিযোগ এর ফলে হোষ্টেলে যদি কোন অঘটন ঘটে তাতে অবাক হবার কিছু থাকবে না। এ ব্যাপারে এস, ডি, পি, ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

সরকারী টাকার শ্রাদ্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নাকি সুকৌশলে ২/৩ হাজার টাকা বার্ষিক ডাক করিয়ে নিজেদের দখলে পুষ্করিণীটি নিয়ে নিচ্ছেন ও প্রচুর টাকা লাভ করছেন। এতে বৎসর বৎসর সরকারের হাজার হাজার টাকা লোকসান হচ্ছে। মৎস্যজীবীরা আরোও জানান, এটা কোন গোপন ব্যাপার নয়। প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্তারাও এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। কিন্তু কর্মী সংস্থাগুলি বিরূপ হতে পারে এই আশংকায় কোন প্রতিকারের চেষ্টা তাঁরা করেন না। তাঁরা বর্তমান মহকুমা শাসককে এ বিষয়ে সজাগ হতে দাবী জানান।

হারিয়ে গেল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কৃতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। জঙ্গিপুর কি তার এই মহান সন্তানকে ভুলে যাবে? তাঁকে স্মরণ করার কোন কর্তব্যই কি বর্তমান প্রজন্মের সাহিত্য প্রেমীদের নাই?

সরকারী ভাতার বৈষম্যে শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ

সাগরদীঘি : প্রকাশ ভোটার লিষ্ট সংশোধনের জন্য আবেদনপত্র, আপত্তি ও ভোটার হওয়ার আবেদনপত্র যথাযথ গ্রহণের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের নির্দ্দেশে গত সেপ্টেম্বর থেকে নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারী, প্রাইমারী শিক্ষক, পঞ্চায়েত জব এ্যাসিষ্ট্যান্টদের নিয়োগ করা হয়। কিন্তু জানা যায়, ঐ কাজের জন্য বিশেষ ভাতার ক্ষেত্রে শিক্ষক ছাড়া সকলকেই দেওয়া হয় ২৬৪ টাকা। প্রাইমারী শিক্ষকদের কিন্তু ঐ একই কাজের জন্য ভাতা দেওয়া হয় ২২৩ টাকা। প্রাইমারী শিক্ষকদের এক মুখপাত্র ক্ষোভের সাথে জানান এই বৈষম্যের কারণ তাঁরা বুঝতে পারছেন না।

NTPC National Thermal Power Corporation Ltd.

নেশনল থর্মল পাবর কার্পোরেশন

(A Govt. of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT
FARAKKA : MURSHIDABAD : WEST BENGAL.

Tender Ref. No. : FS : 42 : O&M : Contracts : 339

Date : 30-01-87

MAINTENANCE PLANNING DEPARTMENT
(O&M/CONTRACTS)

Enlistments of contractor for unit overhauling

Applications are invited from experienced and reputed contractors who are capable of undertaking one or more of the following groups of jobs during annual shut-down of the unit.

GROUP—I — Boiler pressure parts.
GROUP—II — Ash handling system.
GROUP—III — Tangential burner tilting system.
GROUP—IV — Air pre-heater.
GROUP—V — Bowl mills, merrick feeder, seal air fan.
GROUP—VI — Draft system and E.S.P..
GROUP—VII — HT/LT motor overhauling.
GROUP—VIII — Turbogenerator and auxiliaries.
GROUP—IX — Valve and dampers.
GROUP—X — Miscellaneous pumps.
GROUP—XI — General painting.
GROUP—XII — Different C&I jobs.

GENERAL :

The applicants must give the following details :—

(1) A demand draft of Rs. 200/- (Rupees Two hundred only) in favour of NTPC, Farakka, payable at SBI, Andua Branch, as registration fees.
(2) Ownership details and addresses of office(s).
(3) Registration number and income-tax clearance certificates.
(4) Group(s) of job(s) for which the application is made.
(5) If the contractor does not have capabilities for taking up complete range of jobs, he should clearly spell out his limitation.
(6) Detailed list of equipment and facilities available.
(7) Type of jobs normally undertaken.
(8) Manpower employed.
(9) Smallest and highest jobs attended so far.
(10) List of reputed customers preferably Government Organisations/Power Plant.
(11) Copies of work orders from above customers.
(12) Minimum time required for mobilisation in site.

NOTE :

(01) Last date of receipt of application is 15 days from the date of publication of this advertisement.
(02) Application should be addressed in the name of Supdt. (O&M/Contracts), NTPC/FSTPP, Dist. Murshidabad. W.B.
(03) The details, scope of work, special terms and conditions will be intimated to the vendors after registration.

PPS

SUPDT. (O&M/CONTRACTS)

পুকুর বিক্রয়

গদাইপুর মৌজায় ৺পেটকাটি মন্দিরের পার্শ্বের ব্যাস পুকুরটি (১৪ বিঘে) বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ করুন।

এম, কে, মুখার্জী
ডিভিসন্যাল ইঞ্জিনীয়র (ই)
টাউনশীপ এণ্ড মাইনস
ভিলাই (এম, পি)

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গিঃ ২৫, রঘু ১৬৬

দূর আলাপনী ঃ রঘুনাথগঞ্জ ৩১

জঙ্গীপুর পৌরসভা কার্যালয়

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ জেলা মুর্শিদাবাদ

১৯৮৭-৮৮ সালের জন্য পৌরসভার ফেরীঘাট ইজারার নোটিশ ও নিয়মাবলী

এতদ্দ্বারা নিলাম ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটির রঘুনাথগঞ্জ সদর ফেরীঘাট এবং এনায়েতনগর ডোমপাড়া গাড়ীঘাট দুইটি একত্রে আগামী ১৯৮৭-৮৮ সালের জন্য (১৯৮৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৮৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বছরের জন্য) আগামী ইং ২৩-২-৮৭ (সোমবার) বেলা ২ ঘটিকায় পৌরসভার অফিসে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

১। নিলামের দফাওয়ারী বিশদ সর্ত্তাবলী নিলাম ইস্তাহারে এবং পৌর অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

২। তথাপি সংক্ষেপে জানানো যায়, যে ব্যক্তি পূর্ব ইজারার টাকা পরিশোধ করেন নাই বা যথারীতি কবুলিয়ত সম্পাদন ও রেজেষ্ট্রী করে দেন নাই, ডাক কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ডাক করিবার অনুমতি না দিতে বা ডাক করিলে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৩। আর্থিক সচ্ছলতার নিদর্শন ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির দলিলাদির কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে নচেৎ ডাকে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৪। উপরোক্ত দুইটি ফেরীঘাট একত্রে ডাক করা ও বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। ডাকে যোগ দিতে যোগ্য ব্যক্তিকে উক্ত ফেরীঘাটদ্বয় ইজারার জন্য একত্রে ১০,০০০ (দশ হাজার টাকা) আমানত জমা (আরনেষ্ট বা টেবল মানি) জমা দিতে হইবে। ডাক চূড়ান্ত হওয়ার পর যথা নিয়মে ফেরত দেওয়া হইবে।

৫। যাহার ডাক মঞ্জুর হইবে তাহাকে ডাক মঞ্জুরীর টাকার ¼ ভাগ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হইবে। এ টাকা সিকিউরিটি হিসাবে জমা থাকিবে। ডাকের পুরো টাকা মাসিক সমান কিস্তিতে এপ্রিল ১৯৮৭ হইতে সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। আর সিকিউরিটির টাকা শেষ কিস্তিতে এ্যাডজাষ্ট (মিনাহ) করিতে পারিবেন।

৬। দফাওয়ারী সর্ত্তাবলী ও নিয়মাবলী নিলাম ইস্তাহারে মিউনিসিপ্যাল অফিসে দেখিয়া লইয়া এবং সেমত ভাবে রাজী হইলে ডাকে অংশগ্রহণ করিবেন।

৭। পারাণী মাশুলের প্রতিলিপি (১৯ নং সর্ত মোতাবেক) সমস্ত সর্তাদি মানিয়া ঘাটদ্বয় এর ডাকে অংশগ্রহণ করিতেছি এই মর্মে ডাক আরম্ভ হওয়া মাত্র ডাক-কারীকে ডাক খাতায় এবং নিলাম ইস্তাহারে দস্তখত করিতে হইবে। নচেৎ অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না।

৮। কেহ নিজ নাম বা বাসস্থান গোপন করিয়া অথবা বেনামীতে ঘাটের ইজারা গ্রহণ করিলে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ জানিতে পারিলে তাহার ইজারা রহিত করিয়া ঘাট ছানি নিলাম করা হইবে এবং তাহার সমুদয় টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। নিলাম ডাককারী-গণ কোনক্রমেই মিউনিসিপ্যাল অফিসের সহিত যুক্ত থাকিতে পারিবেন না।

ডাকের স্থান ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার সদর শহরে অবস্থিত জঙ্গীপুর পৌর অফিস।

ডাকের তারিখ ও সময় ঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ সোমবার, সময় বেলা দুই ঘটিকায়।

১১-২-৮৭

শ্রীপরমেশ পাণ্ডে
পৌরপতি, জঙ্গীপুর পুরসভা

মেমো নং ১৭৯/জে, এম তারিখ ১১-২-৮৭

যৌতুকে V I P
সকল অনুষ্ঠানে V I P
ভ্রমণের সাথী V I P
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
V I P সেন্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারি দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।